আটিয়া পরগণা ও করটিয়ার জমিদারবাড়ি

আটিয়া পরগণার ইতিহাস

আটিয়া পরগণা বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার একটি প্রাচীন জনপদ। এর রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই পরগণা বহু ঘটনার সাক্ষী।

- **নামকরণ ও সীমানা:** আটিয়া নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কথিত আছে, 'আটি' নামক এক প্রকার ঘাস থেকে এই অঞ্চলের নাম আটিয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আটটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার কারণে এর নাম আটিয়া। এই পরগণার সীমানা উত্তরে লৌহজং নদী, দক্ষিণে বংশাই নদী, পূর্বে ধলেশ্বরী নদী এবং পশ্চিমে বিস্তারিত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল।
- **শাহান শাহ বাবা কাশ্মীরীর ভূমিকা:** আটিয়া পরগণার ইতিহাসে শাহান শাহ বাবা কাশ্মীরীর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন সুফি সাধক এবং ইসলাম প্রচারক। তিনি কাশ্মীর থেকে এসে আটিয়ায় বসবাস শুরু করেন এবং এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং স্থানীয়দের মধ্যে তার গভীর প্রভাব ছিল।
- **সাঈদ খাঁকে শাসনভার অর্পণ:** শাহান শাহ বাবা কাশ্মীরী তার শিষ্য সাঈদ খাঁকে আটিয়া পরগণার শাসনভার অর্পণ করেন। সাঈদ খাঁ ছিলেন একজন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি প্রজাদের কল্যাণে অনেক কাজ করেন এবং আটিয়াকে একটি সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত করেন।
- **মোগল আমলে আটিয়ার বন্দোবস্ত:** মোগল আমলে আটিয়া পরগণা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরিগণিত হয়। মোগল সম্রাটরা এই অঞ্চলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সুসংহত করেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেন।
- **মৃত্যু:** শাহান শাহ বাবা কাশ্মীরী আটিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আটিয়াতে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত, যা আজও সকলের কাছে শ্রদ্ধার স্থান।

করটিয়া জমিদারবাড়ির ইতিহাস

করটিয়া জমিদারবাড়ি টাঙ্গাইল জেলার একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। পন্নী বংশের হাত ধরে এই জমিদারবাড়ির গোড়াপত্তন হয়।

- **পন্নী পরিবারের বংশপরিচয়:** পন্নী পরিবার আটিয়া পরগণার প্রভাবশালী জমিদার বংশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন আফগানিস্তানের বাসিন্দা। পরবর্তীতে তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ধীরে ধীরে তারা জমিদারি লাভ করেন এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন।
- **ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর অবদান:** ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছিলেন করটিয়া জমিদারবাড়ির সবচেয়ে বিখ্যাত জমিদার। তিনি শিক্ষা, সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।
    - **শিক্ষা:** ওয়াজেদ আলী খান পন্নী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

- **সমাজসেবা:** তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান।
- **জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড:** রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর খনন, মসজিদ ও মন্দির নির্মাণসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করেন তিনি।
- **অসাম্প্রদায়িকতা:** ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক। তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।
- **সম্পত্তি ওয়াকফ:** তিনি তার সম্পত্তির একটি বড় অংশ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও উত্তরাধিকার

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী শুধু একজন সমাজসেবক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ।

- **ব্রিটিশ বিরোধিতা:** তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।
- **খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ:** খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং কারাবরণ করেন।
- **লন্ডন মিউজিয়ামে তৈলচিত্র:** তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ লন্ডন মিউজিয়ামে তাঁর একটি তৈলচিত্র সংরক্ষিত আছে।
- **মৃত্যু ও স্মরণ:** ওয়াজেদ আলী খান পন্নী তাঁর কর্মের মাধ্যমে আজও স্মরণীয়।
- **সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন:** ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী জমিদার। তিনি প্রজাদের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং তাদের হৃদয়ে স্থান করে নেন।
- **জমিদারি ও আইনি লড়াই:** জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পরে পন্নী পরিবারকে অনেক আইনি লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়।
- **চাঁদ মিয়া ও উত্তরসূরিদের ভূমিকা:** চাঁদ মিয়া এবং পন্নী বংশের উত্তরসূরিগণ জমিদারবাড়ির ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন।
- **রাজনৈতিক উত্তরাধিকার:** পন্নী পরিবারের সদস্যরা পরবর্তীতে রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখেন।
- **করটিয়ার জমিদারবাড়ির অবস্থান:** করটিয়া জমিদারবাড়ি টাঙ্গাইল শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি আজও পন্নী পরিবারের স্মৃতি বহন করছে এবং পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান।

উপসংহার

আটিয়া পরগণা, শাহান শাহ বাবা কাশ্মীরীর অবদান এবং করটিয়া জমিদারবাড়ি—এই তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানতে হলে এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।আটিয়া পরগণার ইতিহাস শুধু জমিদারত্ব বা প্রশাসনিক এলাকা হিসেবেই নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক ও মানবসেবামূলক ঐতিহ্যের প্রতীক। শাহান শাহ বাবা কাশ্মিরীর দান, ঈশা খাঁর জনহিতৈষী ভূমিকা এবং সাঈদ খাঁর প্রশাসনিক উত্তরাধিকার – সবই মিলিতভাবে আটিয়াকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরগণায় রূপ দিয়েছে।